এদের প্রতিহত করুন

নন্দিনী হোসেন

এক মহা অমানিষা যেন ঘিরে ধরেছে আমাদের।মহা ঘোর নেমে এসেছে জাতির উপর,দেশের উপর।আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই অবস্থান করি না কেন,সাম্প্রতিক কালে দেশে ঘটে যাওয়া একের পর এক ঘটনা প্রবাহে আতংকিত বোধ না করে পারছি না।ঘাতকদের কালো থাবা কতদুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে ভেবে শিউরে উঠতে হয় ।সব দেখে শুনে মনে হয় যেন মানবরুপি এসব দানব দের অভয়ারন্যে পরিণত হয়েছে সমগ্র দেশ টি !একের পর এক হত্যাকান্ড,রক্তের হোলিখেলা চলছে ,যার সর্ব শেষ স্বীকার বৃটিশ হাইকমিশনার জনাব আনোয়ার চৌধুরী ।একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে ,কদিন পর পর ই বড় বড় অস্ত্রের চালান ধরা পরে,তারপর আর কোন খবর নেই !এসব কে আনে,কি উদ্দেশ্যে আনা হয় তার কোন ই হদিস জানা যায় না।একটা দেশ এমন করে চলতে পারে না।মনে হয় না দেশে কোন সরকার আছে ।আজ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনায়,বড় দু'দল একে অপরকে দোষারোপ করে আসছে।একেকটি ঘটনা ঘটে,পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে কিছু দিন লিখা-লিখি, হৈ চৈ চলে,তারপর ব্যাস,একদিন যথানিয়মে সব সুনসান হয়ে যায়।আশ্চর্য রকম নীরবতা নেমে আসে সব মহলে !এই এক ই প্রক্রিয়া দেখে দেখে আমরা ক্লান্ত এখন !ভীষণ হতাশ এ দেশের মানুষ !কাউকে আর এরা বিশ্বাস করতে পারে না।সবাই কে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দেখা হয়ে গেছে।বাকি আছে শুধু বামপন্থিরা ।কিন্তু এই সব ব্র্যাকেট বন্দি দল গুলো কখন ও ক্ষমতায় যেতে পারবে,সেই আশা অলৌকিকতায় বিশ্বাসীরা ও সম্ভবত করেন না!

অথচ আমাদেরি পাশের দেশ ভারতে আজ তিন দশকের বেশি সময় ধরে বাম পন্থিরা ক্ষমতায়।এবারের নির্বাচনে তারা যে ভাবে পশ্চিমবংগ থেকে বিজেপি কে জেটিয়ে বিদায় করেছে তাতে কি আমাদের শিখার কিছুই নেই ?এখন ও সময় আছে, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে একবার অন্তত ঘুরে দাড়ান !দেশের জনগন কে বোঝতে দিন,তারা অসহায় নয় !সময় ও সুযোগ এখন ও কাজে লাগানো যায় যদি সেরকম দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি থাকে,মানুষ কে এখন ও কাছে টানা যায় ,এর জন্য অবশ্য শুধু ড্রইং রুম পলিটিক্স করে যার যার আখের গুছানোর মতলব ত্যাগ করতে হবে !

দেশে নির্বাচন আসলে দলগুলো যে ভাবে প্রতিযোগিতায় নামে কে কার চেয়ে বড় মুসলমান তা প্রমান করার জন্য,তসবি জপ তপ শুরু হয়,হেজাব ধারণ করা হয় ।কে কার চেয়ে বেশি মক্তব মাদ্রাসায় ছেয়ে ফেলতে পারেন দেশ তার ই চলে যেন অদম্য প্রতিযোগিতা ।আর সেই সুযোগ নিয়ে দেশের আনাচে কানাচে অলিতে গলিতে ছড়িয়ে যায়,যাচ্ছে বিষধর কেউটেরা !এদের বংশ বৃদ্ধি আজ এমন পর্যায়ে গেছে,যার ছোঁবল থেকে একদিন কেউ ই রেহাই পাবে না ।সেদিন টি সমাগত প্রায় !এই দেশ কে বাঁচাতে হলে এদের আস্তানা গুলো গুড়িয়ে দিতে হবে !যে কোন ধরনের ফতোয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে !তা সে যতই কঠিন কাজ হোক না কেন !এটা আমি বিশ্বাস করি এ দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ধর্ম প্রাণ হলে ও সহিংস নয় ।এই সব নীরিহ জনগন কে যারা মিথ্যা ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে সহিংস করে তুলে তাদের কে নির্বীজ করে দিতে হবে !আমি আমার আগের এক লিখায় ও উল্লেখ করেছিলাম দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে।এই শিক্ষা এখন নিতান্ত ই অচল এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর ।মাদ্রাসা গুলো যে সব সনত্রাসের আখড়া ,তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?দেশে এখন যে সরকার ই ক্ষমতায় আসুক না কেন,কারো পক্ষেই এদের জিইয়ে রেখে সনত্রাস কমানো অসম্ভব প্রায় ।এরা দেশে সরকারের ভিতর এক অন্য সরকার প্রতিষ্টিত করেছে,যা চলতেই থাকবে এদের সমুলে ধ্বংস না করলে !ধর্ম অবশ্যই থাকবে ধর্মের জায়গায় !কিন্তু একটি আধুনিক গণত্রান্তিক রাষ্ট্রের পৃষ্টপোষকতায় কোন বিশেষ ধর্মের নামে তার সন্ত্রাস চলতে পারে না,চলতে দেওয়া উচিত নয় ! তাই আর কোন ছাড় নয়,এখন ও সময় আছে এদের কে প্রতিহত করতে হবে সম্মিলিত শক্তি দিয়ে !

কল্যান হোক সবার
nondinihussain @yahoo.co.uk